# জীবন বৃত্তান্ত

জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামে ১৯৬০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে কে. বি. ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি এবং চৌমুহনী এস এ মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থানসহ বি এস সি কৃষি (সম্মান) এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানসহ এমএস ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রফেসর করিম মেমোরিয়াল এওয়ার্ড অর্জন করেন। পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ে ডিস্টিংশন সহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব সালেহ উদ্দিন ১৯৮৮ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে মাদারীপুর জেলায় কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বিভিন্ন পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অষ্টগ্রাম ও সরিষাবাড়ী উপজেলায় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দোয়ারাবাজার, গুরুদাসপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শরিয়তপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এর যুগ্ম-পরিচালক, মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এবং অতিরিক্ত সচিব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব সালেহ উদ্দিন ময়মনসিংহ বিভাগের প্রথম বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে আড়াই বছরের বেশী দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ০১/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ০৮/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখে সরকারের সচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। চাকুরিরত অবস্থায় তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন খন্ডকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম,ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, চীন, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং তিন কন্যা সন্তানের জনক।